অংশীদারি ব্যবসায়

ইউনিট ৪

ভূমিকা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল-নাসিরনগর সংযোগ সড়কে পটিয়া বিল ও তিতাস নদীর উপর সেতু নির্মাণ ও রাস্তা মেরামত হওয়ার পর এ অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। আগে নাসিরনগরের মানুষ হরিপুর-মাধবপুর হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম-সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করত। এখন সরাইল-নাসিরনগর সংযোগ সড়কের ধর্মতীর্থ ঘাট সারা বছর কর্মচঞ্চল থাকে। বিশেষ করে বর্ষাকালে সংযোগ সড়কের দুই পাশে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ আসে সৌন্দর্য্য দেখার জন্য। অথচ এর আগে সন্ধ্যার পর সেখানে লোকজন পাওয়া যেত না। চা খাওয়ার একমাত্র একটি দোকান ছিল, এখনও তাই আছে যা সন্ধ্যার পর বন্ধ থাকে প্রায়শই। সে এলাকার বাসিন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ পড়ুয়া তিন বন্ধু ইফরান, বিনয় ও আরিন বিকাল বেলায় হাঁটতে গিয়ে আবিস্কার করল এত মানুষের ভিড় অথচ ভাল একটি দোকান নেই যেখানে অপেক্ষামান লোকেরা একটু বসে চা খেতে পারে। তিন বন্ধু সিদ্ধান্ত নিল তারা এখানে একটি ব্যবসায় শুরু করবে। যেহেতু তারা সবসময় থাকতে পারবে না সেজন্য তাদের বাল্যবন্ধু জাহিনকে সার্বক্ষণিক অংশীদার হিসেবে নিবে। তাদের ব্যবসায় হবে মৌসুমভিত্তিক। তবে একটি স্থায়ী দোকান থাকবে সেখানে মানসম্মত চা কফিসহ প্রয়োজনীয় সবকিছু পাওয়া যাবে। তাদের আশা তাদের এ উদ্যোগ এ অঞ্চলের উদীয়মান যুবকদেরকে ভবিষ্যত উদ্যোক্তা হতে অনুপ্রেরণা যোগাবে।
উপরের তিন বন্ধুর ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তে অংশীদারি ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এ ইউনিটে আমরা অংশীদারি ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য, গঠন প্রণালী, সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা, চুক্তিপত্র, বিলোপসাধনসহ বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করব।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৪.১ : অংশীদারি ব্যবসায়ের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য
পাঠ-৪.২ : অংশীদারি ব্যবসায়ের গঠন, সুবিধা ও অসুবিধা
পাঠ-৪.৩ : অংশীদারি ব্যবসায়ের ও অংশীদারদের প্রকারভেদ
পাঠ-৪.৪ : অংশীদারি চুক্তিপত্র, বিষয়বস্তু ও নমুনা
পাঠ-৪.৫ : অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন পদ্ধতি ও নিবন্ধন না করার পরিণাম
পাঠ-৪.৬ : অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন ও এর পদ্ধতি
পাঠ-৪.৭ : অংশীদারদের যোগ্যতা, বাংলাদেশের অংশীদারি ব্যবসায়ের অবস্থান

পাঠ-৪.১ অংশীদারি ব্যবসায়ের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- অংশীদারি ব্যবসায় এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অংশীদারি ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	অংশীদারি ব্যবসায়, সাধারণ অংশীদারি ব্যবসায়, নির্দিষ্ট অংশীদারি ব্যবসায়, সক্রিয় অংশীদার, চুক্তিপত্র, নিবন্ধন, অংশীদারদের যোগ্যতা

অংশীদারী ব্যবসায়ের ধারণা

সহজভাবে বলা যায়, একের অধিক ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যে ব্যবসায় গঠন করে তাকে অংশীদারি ব্যবসায় বলে। ব্যাপক অর্থে, কমপক্ষে দুই জন এবং সর্বোচ্চ বিশজন (ব্যাংকিং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দশজন) ব্যক্তি মুনাফা অর্জন ও তা নিজেদের মধ্যে বণ্টনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে, তাকে অংশীদারি ব্যবসায় বলে। ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইন মোতাবেক অংশীদারি ব্যবসায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ১৮৯০ সালের বৃটিশ অংশীদারি আইন অনুসারে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে যৌথভাবে পরিচালিত ব্যবসায়ে কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ককে অংশীদারি বলে। ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনের ৪ ধারায় বলা হয়েছে যে, সকলের দ্বারা বা সকলের পক্ষে একজনের দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায়ের মুনাফা নিজেদের মধ্যে বণ্টনের নিমিত্তে একাধিক ব্যক্তির মধ্যে যে চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের সৃষ্টি হয় তাদের প্রত্যেককে অংশীদার এবং সম্মিলিতভাবে তাদের ব্যবসায়কে অংশীদারি ব্যবসায় বলা হয়।

অংশীদারি ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য

অংশীদারি ব্যবসায়ের এমন কিছু উপাদান ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার জন্য একমালিকানা ব্যবসায় এবং যৌথমূলধনী ব্যবসায় হতে তা সহজে আলাদা করা যায়। নিচে অংশীদারি ব্যবসার বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হলো:

১. **একাধিক সদস্য:** আইনগতভাবে চুক্তি সম্পাদনের জন্য যোগ্য একাধিক সদস্য নিয়ে অংশীদারি ব্যবসায় শুরু করা হয়। এখানে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির উপস্থিতি ছাড়া অংশীদারিত্বের সৃষ্টি হতে পারে না।

২. **সদস্য সংখ্যা:** অংশীদারি ব্যবসায়ের সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ২ জন থেকে সর্বোচ্চ ২০ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ব্যাংক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সদস্য সংখ্যা ২ থেকে ১০ জন হয়।

৩. **চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক:** চুক্তি হলো অংশীদারি ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি। চুক্তির মাধ্যমে অংশীদারি ব্যবসায়ের সৃষ্টি হয়। অংশীদারি চুক্তি মৌখিক, লিখিত, নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত হতে পারে।

৪. **পরিচালনায় অংশগ্রহণ:** অংশীদারি ব্যবসায় পরিচালনার জন্য সকল অংশীদার অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে সকলের পক্ষে একজন দ্বারা অংশীদারি ব্যবসায় পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

৫. **মূলধন সরবরাহ:** চুক্তি অনুসারে অংশীদারগণ নিজ নিজ অংশের অনুপাতে ব্যবসায় শুরুর সময় বা পরবর্তীতে মূলধন সরবরাহ করে। চুক্তিতে উল্লেখ থাকলে মূলধন ছাড়াও অংশীদার হওয়া যায়।

৬. **লাভ লোকসান বণ্টন:** এরূপ ব্যবসায়ে অর্জিত লাভ বা লোকসান ঘটলে সকল অংশীদারদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করা হয়। আর চুক্তিতে যদি কিছু উল্লেখ থাকে তবে চুক্তি অনুসারে লাভ বা লোকসান বণ্টন হবে।

৭. **দায়:** অংশীদারি ব্যবসায়ের দায় অসীম। এরূপ ব্যবসায়ের দায়ের জন্য প্রত্যেক অংশীদার ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে দায়ী থাকে। যেমন- ব্যবসায়ে ১০ লক্ষ টাকা দায় সৃষ্টি হলে, একজন অংশীদার দেউলিয়া হলেও তার দায় অন্যান্য অংশীদারগনকে বহন করতে হবে।

৮. **পারস্পরিক বিশ্বাস:** অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তি পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ব্যবসায়ের সফলতা এর উপর নির্ভর করে।

৯. **আইনগত সত্তা:** অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়। তবে নিবন্ধিত হলে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। কিন্তু অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধিত হলেও কোনো আইনগত সত্তা সৃষ্টি হয় না। তাই দেনা-পাওনা আদায়ের জন্য ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে মামলা না করে অংশীদারদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।

১০. **বিলোপসাধন:** অংশীদারদের মধ্যে অনাস্থা-অবিশ্বাস ও বিরোধ দেখা দিলে অংশীদারি ব্যবসায় বিলোপসাধন হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ

উপরের পাঠের আলোকে নিচের উল্লিখিত বিষয়গুলো অংশীদারি ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিশ্লেষণ করুন।

অংশীদারি ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য	বিশ্লেষণ
১. আইনগত বাধ্যবাধকতা	
২. মালিকানা হস্তান্তর	
৩. সিদ্ধান্ত গ্রহণ	
৪. অবসায়ন	
৫. অসীমদায়ের ইতিবাচক দিক	

সারসংক্ষেপ

- একমালিকানা ব্যবসায়ের সীমাবদ্ধতা ও অসুবিধাসমূহ দূর করার লক্ষ্যেই মূলত: অংশীদারি ব্যবসায় গড়ে ওঠে।
- একের অধিক ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যে ব্যবসায় গঠন করে, তাকে অংশীদারি ব্যবসায় বলে।
- ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইন মোতাবেক অংশীদারি ব্যবসায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।
- ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনের ৪ ধারায় বলা হয়েছে যে, সকলের দ্বারা বা সকলের পক্ষে একজনের দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায়ের মুনাফা নিজেদের মধ্যে বণ্টনের নিমিত্তে একাধিক ব্যক্তির মধ্যে যে চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের সৃষ্টি হয় তাদের প্রত্যেককে অংশীদার এবং সম্মিলিতভাবে তাদের ব্যবসায়কে অংশীদারি ব্যবসায় বলে।
- অংশীদারি ব্যবসায়ের দায় প্রত্যেক অংশীদার ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে বহন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সাধারণ অংশীদারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা কতজন?

(ক) ১০ (খ) ২০
(গ) ৩০ (ঘ) ৪০

২। ব্যাংকিং অংশীদারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা কতজন?

(ক) ১০ (খ) ২০
(গ) ৩০ (ঘ) ৪০

৩। কত সালের আইন দ্বারা অংশীদারি ব্যবসায় পরিচালিত হয়?

(ক) ১৮৯০ (খ) ১৯৩২
(গ) ১৯৯১ (ঘ) ২০০১

৪। অংশীদারি ব্যবসায়ে পরিচালনায় নিযুক্ত সর্বনিম্ন ব্যক্তির সংখ্যা কয়জন?

(ক) ১ (খ) ২
(গ) ৩ (ঘ) ৪

পাঠ-৪.২ অংশীদারি ব্যবসায়ের গঠন, সুবিধা ও অসুবিধা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- অংশীদারি ব্যবসায় এর গঠন বর্ণনা করতে পারবেন।
- অংশীদারি ব্যবসায়ের সুবিধাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।
- অংশীদারি ব্যবসায়ের অসুবিধাগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	ট্রেড লাইসেন্স, উদ্যোক্তা, নমনীয়, বিশেষায়ণ

অংশীদারী ব্যবসায়ের গঠন

অংশীদারি ব্যবসায়ের গঠন প্রণালী অনেক সহজ প্রকৃতির। এরূপ ব্যবসায় গঠনের ক্ষেত্রে আইনগতভাবে চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য একাধিক ব্যক্তি অংশীদারি চুক্তির ভিত্তিতে এরূপ ব্যবসায় গঠন করে। এখানে একাধিক ব্যক্তি বলতে সাধারণ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ২ জন থেকে সর্বোচ্চ ২০ জন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে। ব্যাংক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০ জন থাকতে পারে। চুক্তি অংশীদারি ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি। চুক্তির শর্তসাপেক্ষে ব্যবসায় পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। ব্যবসায় শুরুর সময় অংশীদারগণ মূলধন সরবরাহ করেন। অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তি লিখিত হওয়ার কোনো আবশ্যকতা নেই। তবে ভবিষ্যত বিবাদ এড়ানোর জন্য এরূপ চুক্তি লিখিত এবং আরো অধিক সতর্কতার জন্য নিবন্ধিত হতে পারে। দেশের আইন অনুসারে এরূপ ব্যবসায়ের জন্য ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হয়। অংশীদারি ব্যবসায় গঠনের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে যে ধারাবাহিকতা অনুসরণ করা হয় তা নিম্নে প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো:

দুই বা ততোধিক উদ্যোক্তা ব্যবসায় স্থাপনের ধারণা সৃষ্টি
মূলধন সরবরাহ, ব্যবসায় পরিচালনা, লাভ-ক্ষতি বণ্টন, নতুন অংশীদার যোগদান ইত্যাদি বিষয়ে অংশীদারদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন (চুক্তি মৌখিক বা লিখিত)
চুক্তিপত্র নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়
অংশীদারগণ কর্তৃক মূলধন সরবরাহ
স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ
অংশীদারি ব্যবসায় শুরু

অংশীদারি ব্যবসায় গঠনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট আইনগত বাধ্যবাধকতা না থাকায় ব্যক্তি বা স্থানভেদে এর গঠন প্রণালীতে পার্থক্য দেখা যায়।

অংশীদারি ব্যবসায়ের সুবিধা

একমালিকানা ব্যবসায়ের চেয়ে অংশীদারি ব্যবসায় বৃহদাকার। আসলে একমালিকানা ব্যবসায়ের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার জন্যই অংশীদারি ব্যবসায়ের প্রচলন ঘটেছে। তাই এ ব্যবসায় সংগঠনের সুবিধাই বেশি। নিচে অংশীদারি ব্যবসায়ের সুবিধাগুলো আলোচনা করা হলো:

১. **সহজ গঠন:** এ ব্যবসায় ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনের অধীনে হলেও, ব্যবসায় স্থাপনে তেমন কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা নেই। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি ব্যবসায় গঠনের উদ্দেশ্যে সমঝোতায় উপনীত হলেই এ ব্যবসায় সংগঠন গঠন করা যায়।

২. **সমন্বিত মূলধন:** অংশীদারি ব্যবসায়ের ইতিবাচক দিক হলো সমন্বিত মূলধন। দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মূলধনের সমন্বয়ে ব্যবসায় সম্প্রসারণ অধিক সহজতর হয়।

৩. **দক্ষ পরিচালনা:** ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অংশীদারদের বিভিন্ন দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকে। ফলে অংশীদারি ব্যবসায় সংগঠন দক্ষভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়।

৪. **সম্মিলিত প্রচেষ্টা:** অংশীদারি ব্যবসায় সংগঠনে প্রত্যেকে অংশীদারই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক ও পরিচালক। তাই নিজেদের স্বার্থে প্রত্যেক অংশীদার আন্তরিকভাবে ব্যবসায় পরিচালনায় নিজের অবদান রাখে। ফলে এর উন্নয়ন সুনিশ্চিত হয়।

৫. **ঝুঁকি বণ্টন:** অংশীদারি ব্যবসায়ের সীমাহীন দায় সকল অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। ফলে প্রত্যেক অংশীদার ব্যক্তিগতভাবে ও সম্মিলিতভাবে সতর্ক থাকার চেষ্টা করে।

৬. **সম্মিলিত সিদ্ধান্ত:** সাধারণত: একক সিদ্ধান্ত হতে যৌথভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত উত্তম হয়ে থাকে। অংশীদারি ব্যবসায় সংগঠনে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণে সাহায্য করে।

৭. **সহজ ঋণ প্রাপ্তি:** এক মালিকানা ব্যবসায়ের পক্ষে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ পাওয়া যত কঠিন, অংশীদারি ব্যবসায়ের পক্ষে তা ততটাই সহজ হয়ে থাকে। কারণ অংশীদারদের যৌথ প্রয়াস ইতিবাচক বিষয় হিসেবে কাজ করে।

৮. **বিশেষায়ণের সুবিধা:** অংশীদারি ব্যবসায় বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত হয়। এজন্য এ ব্যবসায় বিশেষায়ণের সুবিধা ভোগ করতে পারে। ফলে সফলতা অর্জন সম্ভব হয়।

৯. **সীমাহীন দায়ের পরোক্ষ সুবিধা:** অংশীদারি ব্যবসায়ে দায় অসীম হওয়ায় সকল অংশীদার ব্যবসায় পরিচালনায় অত্যন্ত সতর্ক থাকে। ফলে ব্যবসায়ে সাফল্য আসে।

১০. **নমনীয়:** এ ব্যবসায়ের একটি ইতিবাচক দিক হলো অংশীদারদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের বিভিন্ন ধারা সহজেই পরিবর্তন করা যায়। ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়ানো সহজ হয়। এ নমনীয়তার সুযোগ ব্যবসায়ে সফলতা আনে।

অংশীদারি ব্যবসায়ের অসুবিধা

অংশীদারি ব্যবসায়ের বিভিন্ন সুবিধার পাশাপাশি অনেকগুলো অসুবিধাও পরিলক্ষিত হয়। পারস্পরিক বিশ্বাস এ ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি। যে কোনো কারণে এ বিশ্বাস ভাঙতে পারে। তখন ব্যবসায়ে নানা সমস্যা হয়। অংশীদারি ব্যবসায়ের অসুবিধাগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১. **সীমাহীন দায়:** অংশীদারি ব্যবসায়ে অংশীদারদের দায় সীমাহীন। ব্যবসায়ের দায় শুধু অংশীদারদের মূলধনই নয়, ব্যক্তিগত সম্পত্তিকেও দায়বদ্ধ করে। ফলে অনেকেই অংশীদারি ব্যবসায়ে তেমন উৎসাহ পায় না।

২. **অনিশ্চিত স্থায়িত্ব:** স্থায়িত্বের অনিশ্চয়তা অংশীদারি ব্যবসায়ের একটি বড় অসুবিধা। অংশীদারদের মধ্যে মতবিরোধ, মৃত্যু, দেউলিয়াত্ব, মস্তিষ্ক বিকৃতি ইত্যাদি যে কোনো কারণে এ ব্যবসায় বিলোপসাধন হতে পারে।

৩. **অ-হস্তান্তরযোগ্য মালিকানা:** কোম্পানি সংগঠনে যেমন শেয়ারহোল্ডারগণ সহজেই শেয়ার বিক্রি করে মালিকানা হস্তান্তর করতে পারেন, অংশীদারি ব্যবসায়ে অংশীদারগণ তা পারেন না। এ জন্য অনেকেই এ ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করতে চায় না।

৪. **গোপনীয়তার অভাব:** একমালিকানা ব্যবসায়ের স্বত্বাধিকারী যেভাবে ব্যবসায়ের গোপনীয়তা বজায় রাখতে পারে, অংশীদারি ব্যবসায়ে তা সম্ভব হয় না।

৫. **সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব:** অংশীদারি ব্যবসায়ে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সকল অংশীদারদের সম্মতির প্রয়োজন। যা খুবই শ্রম ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব হয়।

৬. **অপচয়:** অংশীদারি ব্যবসায়ে তদারকি, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণে এক মালিকানার মতো আন্তরিকতা লক্ষ্য করা যায় না। "সকলের দায়িত্ব অর্থাৎ কারো দায়িত্ব না"-এ বোধের কারনে এ ব্যবসায়ে অপচয় হয়।

৭. **আস্থার অভাব:** অংশীদারি ব্যবসায়ের আইনগত পৃথক সত্তা না থাকায় এর স্থায়িত্ব অনিশ্চিত। ফলে এ ব্যবসায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষসমূহের আস্থার অভাব থাকে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	রহিম ও তার দশ বন্ধু মিলে একটি গার্মেন্টস কারখানা স্থাপন করতে চায়। উক্ত ব্যবসায়টি উপরে আলোচিত পাঠের আলোকে কিভাবে গঠন করা যাবে তা বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

- অংশীদারি ব্যবসায় সহজে গঠন করা যায়।
- অংশীদারি ব্যবসায়ে অংশীদারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকে।
- অংশীদারি ব্যবসায়ে সকল অংশীদারদের মত প্রকাশের সুযোগ থাকে।
- অংশীদারি ব্যবসায়ে অংশীদারদের ব্যক্তিগত নাম, যশের কারণে সুনাম বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।
- অংশীদারি ব্যবসায়ে অংশীদারদের দায় অসীম/সীমাহীন।
- স্থায়িত্বের অনিশ্চয়তা অংশীদারি ব্যবসায়ের একটি বড় অসুবিধা।
- অংশীদারি ব্যবসায়ে অংশীদারগণ মালিকানা হস্তান্তর করতে পারেন না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. সাধারণ অংশীদারি ব্যবসায়ের সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা হলো-
(ক) ১ জন (খ) ২ জন
(গ) ৩ জন (ঘ) ৪ জন

২. সাধারণ অংশীদারি ব্যবসায়ের সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা কত জন?
(ক) ১০ জন (খ) ২০ জন
(গ) ৩০ জন (ঘ) ৪০ জন

৩. ব্যাংকিং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা হলো-
(ক) ১০ জন (খ) ২০ জন
(গ) ৩০ জন (ঘ) ৪০ জন

৪. মূলধন ছাড়াও অংশীদারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আবশ্যক হলো-
(ক) দায় (খ) চুক্তিপত্র
(গ) পারস্পরিক বিশ্বাস (ঘ) চুক্তিপত্র নিবন্ধন

৫. অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তিপত্রের ক্ষেত্রে-
(i) নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়; (ii) বিরোধের সম্ভাবনা হ্রাস পায়; (iii) মুনাফা বৃদ্ধি পায়।
নিচের কোন্‌টি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৩ অংশীদারি ব্যবসায়ের ও অংশীদারদের প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- অংশদারি ব্যবসায়ের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।
- অংশীদারদের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	সীমাবদ্ধ অংশীদারি ব্যবসায়, ঐচ্ছিক অংশীদারি ব্যবসায়, নির্দিষ্ট মেয়াদী অংশীদারি ব্যবসায়, নির্দিষ্ট লক্ষ্যকেন্দ্রিক অংশীদারি ব্যবসায়, ঘুমন্ত বা নিষ্ক্রিয় অংশীদার, নামমাত্র অংশীদার, আপাতদৃষ্টিতে অংশীদার, সীমিত অংশীদার, আচরনে অনুমিত অংশীদার, সক্রিয় অংশীদার, নাবালক অংশীদার।

অংশীদারি ব্যবসায়ের প্রকারভেদ

মেয়াদ, নির্দিষ্ট লক্ষ্য, দায় প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে অংশীদারি ব্যবসায় বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। নিম্নে অংশীদারি ব্যবসায়ের প্রকারভেদ দেখানো হলো:

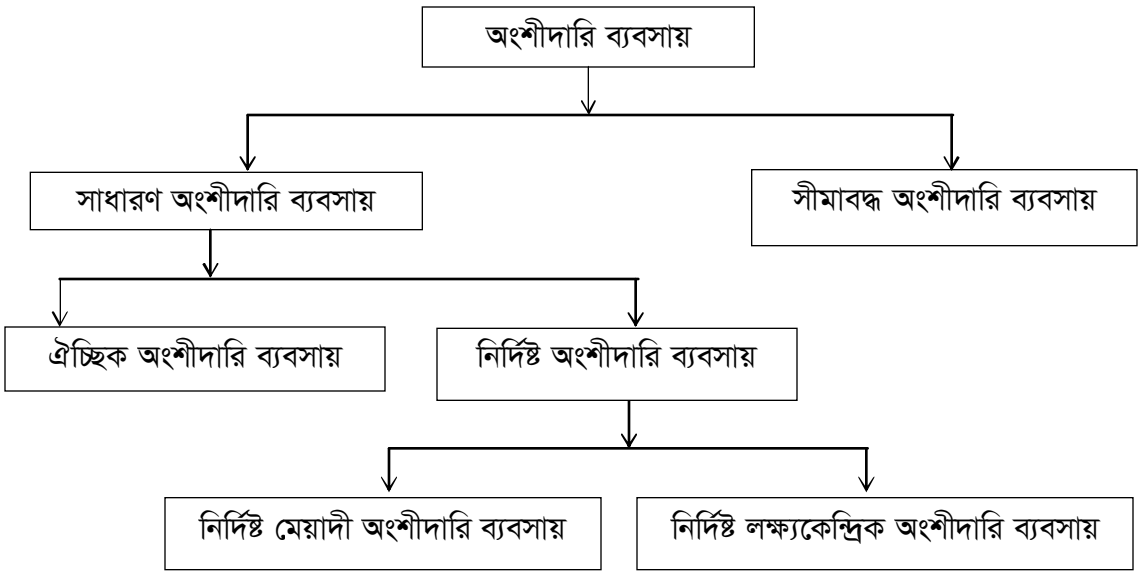

চিত্রে প্রদর্শিত অংশীদারি ব্যবসায়ের বিভিন্ন প্রকারভেদ নিম্নে আলোচনা করা হলো:

(ক) সাধারণ অংশীদারি ব্যবসায়

অংশীদারি ব্যবসায় বলতে সাধারণ অংশীদারি ব্যবসায়কেই বোঝানো হয়। সকলের পক্ষে একজনের দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায়ের মুনাফা নিজেদের মধ্যে বণ্টনের নিমিত্তে একাধিক ব্যক্তি অসীম দায় বহনের শর্তে চুক্তিবদ্ধ হয়ে যে ব্যবসায় গঠন করে তাকে সাধারণ অংশীদারি ব্যবসায় বলে। এরূপ অংশীদারি ব্যবসায়কে নিচের দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

১. ঐচ্ছিক অংশীদারি ব্যবসায়

এরূপ ব্যবসায়ের স্থায়ীত্ব অংশীদারের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। কোনো অংশীদারি চুক্তিপত্রে অংশীদাররা ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব কাল ও মেয়াদের সীমানা নির্ধারণ না করলে তাকে ঐচ্ছিক অংশীদারি ব্যবসায় বলে।

২. নির্দিষ্ট অংশীদারি ব্যবসায়

অংশীদারি ব্যবসায় যখন নির্দিষ্ট মেয়াদ বা নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য গঠিত হয় তাকে নির্দিষ্ট অংশীদারি ব্যবসায় বলে। এরূপ ব্যবসায়কে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

(i) নির্দিষ্ট মেয়াদী অংশীদারি ব্যবসায় এবং

(ii) নির্দিষ্ট লক্ষ্যকেন্দ্রিক অংশীদারি ব্যবসায়

(খ) সীমাবদ্ধ অংশীদারি ব্যবসায়

যে অংশীদারি ব্যবসায়ে সকল অংশীদারের দায় অসীম থাকে না বা এক বা একাধিক অংশীদারের দায় সীমাবদ্ধ থাকে, তাকে সীমাবদ্ধ অংশীদারি ব্যবসায় বলে। সীমিত দায়বিশিষ্ট অংশীদার ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে না।

অংশীদারদের প্রকারভেদ

অংশীদারী ব্যবসায়ের সকল অংশীদারের দায়-দায়িত্ব ও ক্ষমতা সমান হয় না। তাই দায়-দায়িত্ব অনুযায়ী অংশীদারদের নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যায়:

১। সাধারণ বা সক্রিয় অংশীদার: যে অংশীদার ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করে, কারবার পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং ব্যবসায়ের দেনার জন্য যৌথভাবে দায়ী থাকে, তাকে সাধারণ বা সক্রিয় অংশীদার বলে। এ ধরনের অংশীদার ব্যবসায় পরিচালনার জন্য চুক্তি অনুযায়ী পারিশ্রমিক পায়।

২। নিষ্ক্রিয় অংশীদার: যে সকল অংশীদার চুক্তি অনুযায়ী ব্যবসায়ে মূলধন সরবরাহ করে কিন্তু ব্যবসায় পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে না তাকে নিষ্ক্রিয় অংশীদার বলে। এ জাতীয় অংশীদার সাধারণ অংশীদারদের মত লাভ-লোকসান পায়।

৩। নামমাত্র অংশীদার: যে অংশীদার ব্যবসায়ে কোন মূলধন বিনিয়োগ করে না এবং ব্যবসায় পরিচালনায়ও অংশগ্রহণ করে না তবে চুক্তি অনুযায়ী লাভের অংশ পায় বা অর্থের বিনিময়ে তার নামের সুনাম ব্যবহারের অনুমতি দেয় তাকে নাম মাত্র অংশীদার বলে। ব্যবসায়ের দেনার জন্যও নামমাত্র অংশীদার দায়বদ্ধ হবে।

৪। আপাত দৃষ্টিতে অংশীদার: কোন অংশীদার ব্যবসায় থেকে অবসর গ্রহণ করার পর যদি মূলধন তুলে না নেয় এবং এর বিনিময়ে মুনাফার পরিবর্তে সুদ ভোগ করে তাকে আপাত দৃষ্টিতে অংশীদার বলে। এরা আসলে ব্যবসায়ের মালিক বা অংশীদার নয়, এরা ঋণদাতা।

৫। সীমিত অংশীদার: চুক্তি অনুযায়ী ব্যবসায়ে কোন অংশীদারের দায় প্রদত্ত মূলধন দ্বারা সীমাবদ্ধ হলে বা সকল অংশীদারের সম্মতিক্রমে কোন নাবালককে সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে অংশীদার হিসাবে গ্রহণ করা হলে সেক্ষেত্রে অনুরূপ অংশীদারকে সীমিত অংশীদার বলে। এরা ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে বা ব্যবসায় বিলোপ সাধন করতে পারে না।

৬। কর্মী অংশীদার: যে ব্যক্তি অংশীদারী ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করে না কিন্তু নিজস্ব শ্রম ও দক্ষতা ব্যয় করে এবং বিনিময়ে লাভ-ক্ষতিতে অংশগ্রহণ করে তাকে কর্মী অংশীদার বলে।

৭। আচরণে অনুমিত অংশীদার: অংশীদারি আইনের ২(১) ধারা মতে, কোন ব্যক্তি ব্যবসায়ে অংশীদার না হয়েও যদি মৌখিক কথাবার্তা, লেখা বা অন্য কোন আচরণের দ্বারা নিজেকে ব্যবসায়ের অংশীদার বলে পরিচয় দেয় তবে তাকে আচরণে অনুমিত অংশীদার বলে। কেউ যদি ঐ অংশীদারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ব্যবসায়ে ঋণ দেয় বা চুক্তি করে তাহলে তার জন্য আচরণে অনুমিত অংশীদার দায়ী থাকবে।

৮। প্রতিবদ্ধ অংশীদার: যদি ব্যবসায়ের কোন বা সকল অংশীদার কোন ব্যক্তিকে ব্যবসায়ের অংশীদার হিসেবে পরিচয় দেয় এবং উক্ত ব্যক্তি তা জেনেও মৌনতা অবলম্বন করে তবে তাকে প্রতিবন্ধ অংশীদার বলে। এদের দায়ও আচরণে অনুমিত অংশীদারদের মত।

সারসংক্ষেপ

- অংশীদারি ব্যবসায় বলতে সাধারণ অংশীদারি ব্যবসায়কেই বোঝানো হয়।
- সকলের পক্ষে একজনের দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায়ের মুনাফা নিজেদের মধ্যে বণ্টনের নিমিত্তে একাধিক ব্যক্তি অসীম দায় বহনের শর্তে চুক্তিবদ্ধ হয়ে যে ব্যবসায় গঠন করে তাকে সাধারণ অংশীদারি ব্যবসায় বলে।
- যে অংশীদারি ব্যবসায়ের সকল অংশীদারের দায় অসীম না থাকে বা এক বা একাধিক অংশীদারের দায় সীমাবদ্ধ থাকে, তাকে সীমাবদ্ধ অংশীদারি ব্যবসায় বলে।
- অংশীদারি চুক্তিপত্র হলো একাধিক ব্যক্তির মধ্যে সম্পাদিত অংশীদারি বিষয়ক সম্মতির দলিল।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	বর্তমান শিক্ষার্থী হিসেবে আপনি কোনো প্রতিষ্ঠানের কোন্ ধরনের অংশীদার হতে চান, তার পক্ষে যুক্তি দেখান।

সারসংক্ষেপ

- যে অংশীদারগণ ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ এবং সক্রিয়ভাবে পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন, তারা সক্রিয় অংশীদার।
- যে অংশীদার ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করেন না এবং পরিচালনায়ও অংশ নেন না, মুনাফার বিনিময়ে শুধুমাত্র নিজের নাম ব্যবহারের অনুমতি দেন, তিনি নামমাত্র অংশীদার।
- চুক্তি অনুযায়ী কোনো অংশীদারের দায় সীমাবদ্ধ হলে তিনি সীমিত অংশীদার।
- যে সকল ব্যক্তি ব্যবসায়ের অংশীদার না হয়েও মৌখিক কথাবার্তা ও আচার-আচরণে অংশীদার হিসেবে পরিচয় দেন, তিনি আচরণে অনুমিত অংশীদার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. চুক্তিপত্রে ব্যবসায়ের মেয়াদ উল্লেখ করা হয় না এমন অংশীদারি ব্যবসায় হলো-
(ক) নির্দিষ্ট অংশীদারি (খ) ঐচ্ছিক অংশীদারি
(গ) সীমিত দায় অংশীদারি (ঘ) অসীম দায় অংশীদারি।

২. নির্দিষ্ট অংশীদারি ব্যবসায় কত ধরনের হয়ে থাকে?
(ক) দুই (খ) তিন
(গ) চার (ঘ) পাঁচ

৩. মৌসুমী পণ্যের ব্যবসায়ের জন্য গঠিত অংশীদারি নিচের কোন শ্রেণিভুক্ত?
(ক) সীমিত দায় অংশীদারি (খ) সাময়িক অংশীদারি
(গ) নির্দিষ্ট অংশীদারি (ঘ) ঐচ্ছিক অংশীদারি

৪. একটি ব্রিজ নির্মাণের জন্য গঠিত অংশীদারি ব্যবসায় কোন ধরনের?
(ক) ঐচ্ছিক অংশীদারি (খ) ঠিকাদারি অংশীদারি
(গ) নির্দিষ্ট মেয়াদি অংশীদারি (ঘ) নির্দিষ্ট লক্ষ্যকেন্দ্রিক অংশীদারি

৫. অংশীদারি ব্যবসায়ের গঠনতন্ত্র হলো-
(ক) সহজ গঠন প্রণালী (খ) পারস্পারিক বিশ্বাস
(গ) চুক্তিপত্র (ঘ) স্মারকলিপি

পাঠ-৪.৪ অংশীদারি চুক্তিপত্র, বিষয়বস্তু ও নমুনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তিপত্র ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তিপত্রের বিষয়বস্তুর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তিপত্রের নমুনা অংকন করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	বিরোধ নিস্পত্তি, বিলোপ সাধন, অংশীদারদের অবসরগ্রহন

অংশীদারি চুক্তিপত্র

অংশীদারি চুক্তিপত্র হলো একাধিক ব্যক্তির মধ্যে সম্পাদিত অংশীদারি বিষয়ক সম্মতির দলিল। বাংলাদেশে বহাল ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনের ৫ ধারায় বলা হয়েছে যে, অংশীদারি সম্পর্ক সৃষ্টি হয় চুক্তি থেকে, সামাজিক মর্যাদা থেকে নয়। অংশীদারদের মূলধনের অনুপাত, লাভ-ক্ষতি বণ্টনের অনুপাত, অংশীদারদের দায়িত্ব, অধিকার, পারিশ্রমিক, ব্যবসায় পরিচালনা পদ্ধতি, ঋণ গ্রহণ, বিরোধ নিস্পত্তি প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় চুক্তিপত্রে উল্লেখ করা হয়। চুক্তি মৌখিক, লিখিত বা নিবন্ধিত হতে পারে। তবে চুক্তি যে ধরনের হোক না কেন অংশীদারি ব্যবসায় শুরু করার জন্য চুক্তি করা বাধ্যতামূলক; তবে তা লিখিত হওয়ায় বাঞ্ছনীয়। এজন্য চুক্তিই অংশীদারি ব্যবসায়ের মূলভিত্তি।

অংশীদারি চুক্তিপত্রের বিষয়বস্তু

চুক্তিপত্রকে অংশীদারি ব্যবসায়ের মূলভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ভবিষ্যতে অংশীদারদের মধ্যে যাতে কোনো বিভেদ বা মতবিরোধ সৃষ্টি না হয় এবং ব্যবসায় পরিচালনায় কোনো জটিলতা না ঘটে সেজন্য চুক্তিপত্রে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ থাকে। সাধারণত চুক্তিপত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখ থাকে:

১. অংশীদারি ব্যবসায়ে নাম ও ঠিকানা;
২. ব্যবসায়ের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য বা স্থায়িত্ব;
৩. ব্যবসায়ের কার্যকাল বা স্থায়িত্ব;
৪. অংশীদারদের নাম, ঠিকানা ও পেশা;
৫. ব্যবসায়ের মোট মূলধনের পরিমাণ;
৬. প্রত্যেক অংশীদারদের প্রদত্ত মূলধনের পরিমাণ ও পরিশোধ পদ্ধতি;
৭. ব্যবসায় পরিচালনার নিয়মাবলি;
৮. যে সকল অংশীদার প্রত্যক্ষভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করবেন তাদের পরিচিতি;
৯. ব্যবসায়ে লাভ-লোকসান বণ্টন পদ্ধতি;
১০. অংশীদারদের দায়িত্ব, ক্ষমতা ও অধিকার;
১১. ব্যবসায়ের আর্থিক বছর শুরু ও শেষ সময়;
১২. যে ব্যাংকে হিসাব খোলা হবে তার নাম, ঠিকানা ও হিসাবের ধরন;
১৩. ব্যাংকের হিসাব পরিচালনাকারী ব্যক্তিগণের নাম;
১৪. নতুন অংশীদার গ্রহণ ও পুরাতন অংশীদারের বিদায়ের নিয়মাবলি;
১৫. ব্যবসায়ের প্রয়োজনে অন্যত্র হতে ঋণ গ্রহণ পদ্ধতি;
১৬. অংশীদারের মৃত্যুতে তাঁর অংশ নির্ধারণ, সংরক্ষণ ও পরিশোধ পদ্ধতি;
১৭. অংশীদারদের অবসরগ্রহণ ও বহিষ্কারের পদ্ধতি;
১৮. ভবিষ্যত বিরোধ দেখা দিলে তার মীমাংসা পদ্ধতি;

১৯. বিলোপসাধনের পদ্ধতি;
২০. চুক্তিপত্রের বাইরে অংশীদারদের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দিলে তার নিস্পত্তি পদ্ধতি।

অংশীদারি চুক্তিপত্রের নমুনা

আজ ২০ জানুয়ারী ২০১৭ রবিবার, সকাল ১০ টায় নিম্নোক্ত পক্ষসমূহের মধ্যে মেসার্স 'রূপালি ট্রেডার্স' নামে একটি অংশীদারি ব্যবসায় গঠনের লক্ষ্যে অংশীদারি চুক্তিপত্রটি সম্পাদিত ও স্বাক্ষরিত হলো। এ চুক্তিপত্রের সকল পক্ষ বাংলাদেশের আইনে সাবালক ও চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য। চুক্তিপত্রের প্রত্যেক পক্ষ জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক।

মেসার্স 'রূপালি ট্রেডার্স' এর অংশীদারি চুক্তিপত্র

প্রথম পক্ষ		**দ্বিতীয় পক্ষ**
মো: শফিকুল ইসলাম পিতা-মৃত শমসের আলী গ্রাম- মেহেরচন্ডী ডাকঘর- পদ্মা আবাসিক এলাকা থানা- বোয়ালিয়া জেলা-রাজশাহী		মো: আবুল কালাম আজাদ পিতা-মৃত গিয়াস উদ্দিন শেখ গ্রাম- ছোট বনগ্রাম উত্তর পাড়া ডাকঘর- সপুরা থানা- বোয়ালিয়া জেলা-রাজশাহী
তৃতীয় পক্ষ		**চতুর্থ পক্ষ**
তিমির কুমার পাল পিতা-মলয় পাল গ্রাম- তালাইমারি ডাকঘর- কাজলা থানা- মতিহার জেলা-রাজশাহী		সুমনা খাতুন পিতা- মো: আব্দুল মজিদ গ্রাম- মির্জাপুর ডাকঘর- বিনোদপুর থানা- মতিহার জেলা-রাজশাহী

চুক্তিপত্রের বিষয় ও শর্তাবলি

ক্র.	ব্যবসায়ের নাম	মেসার্স 'রূপালি ট্রেডার্স'
১.	ব্যবসায়ের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য	ব্যবসায়টি বৃহত্তর রাজশাহী এলাকায় উৎপাদিত হাতে তৈরি ব্যাগ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রাথমিকভাবে কাজ করবে এবং ভবিষ্যতে সকল পক্ষের সম্মতিক্রমে অন্য যে কোনো সৃজনশীল ব্যবসায় পরিচালনা করতে পারবে। ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন হলেও মানসম্মত পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ এর সামাজিক উদ্দেশ্য।
২.	ব্যবসায়ে ঠিকানা	সাহেব বাজার, রাজশাহী।
৩.	ব্যবসায়ের কার্যকলাপ শুরু	এ চুক্তি সম্পাদনের তারিখ থেকে অর্থাৎ আজ ২০ জানুয়ারী ২০১৭ রবিবার থেকে ব্যবসায় কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে বলে গণ্য হবে।
৪.	ব্যবসায়ের কার্যসীমানা	বর্তমানে ব্যবসায় কর্মকাণ্ড রাজশাহী জেলাতে পরিচালিত হবে। ভবিষ্যতে এর আয়তন সারা দেশে ছড়িয়ে যাবে।
৫.	মূলধন	প্রাথমিক অবস্থায় মূলধনের পরিমাণ হবে চার লক্ষ টাকা। ভবিষ্যতে প্রয়োজনে অংশীদারগণের নিকট থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করতে পারবে।
৬.	অর্থ উত্তোলন	প্রত্যেক অংশীদার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবসায় থেকে সর্বোচ্চ ৫,০০০.০০ টাকা উত্তোলন করতে পারবেন।
৭.	ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা	সকল অংশীদার ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। প্রত্যেক

ক্র.	ব্যবসায়ের নাম	মেসার্স 'রূপালি ট্রেডার্স'
		অংশীদার পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করবেন।
৮.	পারিশ্রমিক	ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালনের জন্য ৫,০০০.০০ টাকা করে সম্মানী পাবেন। ব্যবসায় সাধারণ কার্যাবলি পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ৩,০০০.০০ টাকা করে পাবেন।
৯.	ব্যাংকের নাম ও হিসাব পরিচালনা	ব্যবসায় পরিচালনার স্বার্থে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, সাহেব বাজার শাখায় একটি চলতি হিসাব খোলা হবে। প্রথম পক্ষ ও চতুর্থ পক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে।
১০.	চুক্তি ও কাগজপত্রে স্বাক্ষরদান	প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তি ও কাগজপত্রে স্বাক্ষর করার দায়িত্ব দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষের উপর যৌথভাবে ন্যস্ত থাকবে।
১১.	হিসাবকাল	প্রতি বছর বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন ১ বৈশাখ থেকে শুরু করে চৈত্রের শেষ দিন পর্যন্ত পরিচালিত হবে।
১২.	নতুন অংশীদার গ্রহণ	প্রতিষ্ঠানে বৃহত্তর স্বার্থে সকল পক্ষের সম্মতিক্রমে নতুন অংশীদার গ্রহণ করা যাবে।
১৩.	অংশীদারগণের অবসরগ্রহণ	তিন মাসের নোটিশে কোনো অংশীদার ব্যবসায় থেকে অবসরগ্রহণ করতে পারবেন।
১৪.	অংশীদারের মৃত্যু	কোনো অংশীদারের মৃত্যু হলে অপর অংশীদারগণের সম্মতিক্রমে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী বা মনোনীত প্রতিনিধির সাথে ব্যবসায় চালিয়ে যেতে পারে।
১৫.	শর্তের পরিবর্তন	ব্যবসায়ের বৃহত্তর স্বার্থে সদস্যগণের সর্বসম্মত মতামতের ভিত্তিতে চুক্তিপত্রের যে কোনো ধারা পরিবর্তন ও পরিমার্জন করতে পারেন।
১৬.	বিলোপসাধন	কোনো কারণে ব্যবসায়ের বিলোপসাধনের প্রয়োজন হলে ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইন অনুযায়ী বিলোপ সাধন কার্য সম্পাদন করতে হবে।

আমরা চুক্তিপত্রের উপরিউক্ত ধারাসমূহ স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে, সুস্থ শরীরে অংশীদার হিসেবে গ্রহণ ও পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে আজ ২০ জানুয়ারী ২০১৭ রবিবার, সকাল ১০ টায় নিম্নোক্ত সাক্ষীগণের সামনে স্বাক্ষর করলাম।

ক্র.	সাক্ষীগণের নাম	স্বাক্ষর	ক্র.	অংশীদারগণের নাম	স্বাক্ষর
১.	কাশেম		১.	মো: শফিকুল ইসলাম	
২.	শামীম আহমেদ		২.	মো: আবুল কালাম আজাদ	
৩.	আহমেদ কবির		৩.	তিমির কুমার পাল	
৪.	রঞ্জিত পোদ্দার		৪.	সুমনা খাতুন	

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার এলাকায় চার বন্ধু মিলে একটি হারবাল ওষুধের ব্যবসায় শুরু করবেন- এ মর্মে কাল্পনিক তথ্যের ভিত্তিতে একটি অংশীদারি চুক্তিপত্র প্রস্তুত করুন।

সারসংক্ষেপ

- অংশীদারি চুক্তিপত্র হলো একাধিক ব্যক্তির মধ্যে সম্পাদিত অংশীদারি বিষয়ক সম্মতির দলিল।
- চুক্তি মৌখিক, লিখিত বা নিবন্ধিত হতে পারে।
- চুক্তিই অংশীদারি ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. অংশীদারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন করা হয় কোন্ অফিসে?

(ক) নিবন্ধকের অফিস (খ) বিভাগীয় কমিশনারের অফিস

(গ) ডেপুটি কমিশনারের অফিস (ঘ) সিটি কর্পোরেশন

২. অংশীদারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন কাজটি করেন-

(ক) রেজিস্টার (খ) মহাপরিচালক

(গ) কমিশনার (ঘ) পরিচালক

৩. ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনের ৫৮ ধারায় অংশীদারি ব্যবসায়ের কোন্ বিষয়ের উল্লেখ আছে?

(ক) চুক্তিপত্র (খ) গঠন প্রণালী

(গ) নিবন্ধন (ঘ) বিলোপসাধন

৪. অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজন-

(i) প্রতিষ্ঠানের নাম

(ii) প্রধান অফিসের ঠিকানা

(iii) ব্যবসায়ে উদ্দেশ্য

নিচের কোন্টি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৫ অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন পদ্ধতি ও নিবন্ধন না করার পরিণাম

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন না করার পরিণাম বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	পরিণাম, অনিবন্ধিত ব্যবসায়

অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন পদ্ধতি

অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন বলতে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত নিবন্ধন অফিসে প্রতিষ্ঠানের নাম তালিকাভুক্ত করাকে বোঝায়। অংশীদারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়নি। তবে নিবন্ধিত ব্যবসায় অনিবন্ধিত ব্যবসায় অপেক্ষা অনেক বেশি সুবিধা পেয়ে থাকে। নিবন্ধিত অংশীদারি ব্যবসায়ের যে কোনো অংশীদার অপর অংশীদার বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে চুক্তি হতে উদ্ভূত অধিকার আদায়ের জন্য মামলা করতে পারে, যা অনিবন্ধিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান করতে পারে না। অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধিত হলে তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে পাওনা আদায়ের জন্য মামলা করতে পারে। কিন্তু ১০০ টাকার অধিক পাওনা আদায়ের জন্য পাল্টা অনিবন্ধিত অংশীদারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে না। স্বার্থ আদায়ের জন্য কোনো অংশীদার অপর অংশীদার বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে না। সুতরাং বলা যায়, নিবন্ধিত ব্যবসায় যেহেতু অনিবন্ধিত ব্যবসায় থেকে বেশি আইনি সুযোগ সুবিধা ভোগ করে, তাই অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধিত হওয়া ভালো। অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধন করার সময় আবেদন পত্রে নিচের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। যথা:

১. অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের নাম;
২. প্রধান অফিসের ঠিকানা;
৩. শাখা অফিস থাকলে তার ঠিকানা;
৪. ব্যবসায় শুরুর কার্যকাল;
৫. ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য;
৬. অংশীদারদের নাম, ঠিকানা ও পেশা;
৭. অংশীদার হিসাবে প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ;
৮. ব্যবসায়ের মেয়াদ সংক্রান্ত তথ্য (যদি থাকে)।

আবেদনপত্রটি সকল অংশীদারগণের স্বাক্ষর যুক্ত করে জমাদান করার পর নিবন্ধক অফিস তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলে নিবন্ধক বহিতে ব্যবসায়কে তালিকাভুক্ত ও নথিভুক্ত করেন।

অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধন না করার পরিণাম বা ফলাফল

অপর অংশীদারের বিরুদ্ধে মামলা: অংশীদারি ব্যবসায় যদি নিবন্ধিত না হয় বা নিবন্ধিত বইয়ে অংশীদারের নাম উল্লেখ না থাকে তাহলে অপর কোনো অংশীদারের বিরুদ্ধে চুক্তিতে উল্লিখিত অধিকার আদায়ের জন্য মামলা করতে পারে না। ধারা-৬৯(১)

অধিকার আদায়ে তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা: নিবন্ধিত না হলে চুক্তিতে উল্লিখিত অধিকার আদায়ের জন্য অপর কোনো তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধেও মামলা করতে পারে না। ধারা-৬৯(২)

দাবি আদায়ে তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে পাল্টা মামলা: তৃতীয় কোনো পক্ষ যদি অনিবন্ধিত অংশীদারি প্রতিষ্ঠান বা অংশীদারদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে, শুধু অনিবন্ধিত হবার কারণে বাদিপক্ষের বিরুদ্ধে পাল্টা পাওনা দাবি করতে পারে না। ধারা-৬৯(৩)

১০০ টাকার বেশি পাওনা আদায়: অনিবন্ধিত অংশীদারি প্রতিষ্ঠান তৃতীয় কোনো পক্ষের বিরুদ্ধে ১০০ টাকার বেশি পাওনা আদায়ের জন্য মামলা করতে পারে না।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	মেসার্স 'সোনালী ট্রেডার্স' নামক একটি সীমিত অংশীদারি ফার্ম ৫০,০০০ টাকা অনাদায়ী ঋণ আদায়ে সক্ষম হলো। এর পক্ষে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

- অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন বলতে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত নিবন্ধন অফিসে প্রতিষ্ঠানের নাম তালিকাভুক্ত করাকে বোঝায়।
- অংশীদারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়নি। তবে নিবন্ধিত ব্যবসায় অনিবন্ধিত ব্যবসায় অপেক্ষা অনেক বেশি সুবিধা পেয়ে থাকে।
- নিবন্ধিত অংশীদারি ব্যবসায়ের যে কোনো অংশীদার অপর অংশীদার বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে চুক্তি হতে উদ্ভূত অধিকার আদায়ের জন্য মামলা করতে পারে, যা অনিবন্ধিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান করতে পারে না।
- অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধিত হলে তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে পাওনা আদায়ের জন্য মামলা করতে পারে।
- ১০০ টাকার অধিক পাওনা আদায়ের জন্য পাল্টা অনিবন্ধিত অংশীদারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে না।
- অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধনের জন্য আবেদনপত্রের সাথে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেয়ার পর নিবন্ধক তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিবন্ধন বইতে তালিকাভুক্ত ও নথিভুক্ত করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধনের ফলে–

(i) আইনসম্মতভাবে দলিলরূপে স্বীকৃতি পায়
(ii) বাস্তব অস্তিত্ব লাভ করে
(iii) ঝুঁকি হ্রাস পায়
নিচের কোন্‌টি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২. ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনের ৬৯(১), ৬৯(২), ৬৯(৩) নং ধারায় নিম্নের কোন বিষয়টির কথা বলা হয়েছে?

(ক) তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে মামলার কথা (খ) শেয়ার হস্তান্তর করার বিষয়
(গ) বার্ষিক সাধারন সভার তারিখ নির্ধারন (ঘ) এজেন্ডা বহির্ভূত কোন বিষয় আলোচনায় আনা

পাঠ-৪.৬ অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন ও এর পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন বর্ণনা করতে পারবেন।
- অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	বাধ্যতামূলক বিলোপ সাধন, আদালত কর্তৃক বিলোপসাধন, বিজ্ঞপ্তির দ্বারা বিলোপসাধন

অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন

অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন বলতে ব্যবসায়ের বিষয়-সম্পত্তি ও দেনা পাওনার সার্বিক নিষ্পত্তিকে বোঝায়। অংশীদারি আইনের ৩৯ ধারায় বলা হয়েছে যে, সকল অংশীদারের মধ্যকার অংশীদারি সম্পর্কের বিলুপ্তিকে অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন বলে।

অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধনের পদ্ধতি

নিচে অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধনের পদ্ধতি আলোচনা করা হলো:

১. চুক্তি অনুসারে বিলোপসাধন

অংশীদারি আইনের ৪০ ধারা অনুসারে সকল অংশীদারের সম্মতিক্রমে বা অংশীদারদের মধ্যকার সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে এ ব্যবসায় বিলোপসাধন ঘটতে পারে।

২. বাধ্যতামূলক বিলোপসাধন

অংশীদারি আইনের ৪১ ধারা অনুসারে নিম্নে দু'টি অবস্থায় অংশীদারি ব্যবসায় বাধ্যতামূলক বিলোপসাধন ঘটে।

(ক) সকল অংশীদার বা একজন ব্যতীত সকল অংশীদার এক সাথে দেউলিয়া বলে ঘোষিত হলে; বা

(খ) কোনো ঘটনা দ্বারা অংশীদারি ব্যবসায় পরিচালনা অবৈধ হয়ে পড়লে।

৩. বিশেষ ঘটনা সাপেক্ষে বিলোপসাধন

অংশীদারি আইনের ৪২ ধারায় বলা হয়েছে যে, অংশীদারদের মধ্যকার চুক্তি সাপেক্ষে নিম্নে যে কোনো অবস্থায় এরূপ ব্যবসায়ের বিলোপ ঘটতে পারে:

(ক) নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ব্যবসায় গঠিত হয়ে থাকলে এবং উক্ত সময় উত্তীর্ণ হলে;

(খ) পূর্ব নির্ধারিত ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে গেলে;

(গ) কোনো অংশীদারের মৃত্যু হলে;

(ঘ) কোনো অংশীদার দেউলিয়া বলে ঘোষিত হলে।

৪. বিজ্ঞপ্তির দ্বারা বিলোপসাধন

অংশীদারি আইনের ৪৩ ধারা অনুসারে ইচ্ছাধীন অংশীদারির ক্ষেত্রে কোনো অংশীদার অন্যান্য সকল অংশীদারকে লিখিত বিজ্ঞপ্তির দ্বারা ব্যবসায়ের বিলোপের ইচ্ছা প্রকাশ করলে এরূপ ব্যবসায়ের বিলোপসাধন ঘটবে।

৫. আদালত কর্তৃক বিলোপসাধন

আদালতে ব্যবসায় বা অংশীদারের বিষয়ে কোনো মামলা করা হলে বা ব্যবসায় ভঙ্গের আবেদন করলে অংশীদারি আইনের ৪৪ ধারা অনুসারে নিম্নে যে কোনো কারণে আদালতে ব্যবসায় ভঙ্গের নির্দেশ দিতে পারে:-

(ক) কোনো অংশীদারের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে;

(খ) কোনো অংশীদার কর্তব্য পালনে চিরতরে অসামর্থ্য বিবেচিত হলে;

(গ) কোনো অংশীদারের অসদাচরণ দ্বারা ব্যবসায় ক্ষতিসাধন হবে বলে মনে হলে;
(ঘ) কোনো অংশীদার ইচ্ছাকৃতভাবে চুক্তি শর্ত ভঙ্গ করলে;
(ঙ) কোনো অংশীদার ব্যবসায়ের তাঁর পূর্ণ অংশ তৃতীয় পক্ষের নিকট হস্তান্তর করলে।
উপরে উল্লিখিত কারণগুলো ছাড়াও আদালত অন্য কোনো যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত কারণে অংশীদারি ব্যবসায় বিলোপসাধনের আদেশ দিতে পারে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	হান্নান, মান্নান ও আদনান সমপরিমাণ মূলধন দিয়ে একটি অংশীদারি ব্যবসায় গড়ে তোলে। পারিবারিক দেনার জন্য আদনান আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ায় ব্যবসায়টির অবসায়ন ঘটে। কিন্তু পারিবারিক দায় পরিশোধে শুধু হান্নানের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ক্রোক করা হয়। এক্ষেত্রে হান্নান কোন্ ধরনের অংশীদার এবং কিভাবে ব্যবসায়টি বিলোপসাধন ঘটবে তা ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

- অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন বলতে ব্যবসায়ের বিষয়-সম্পত্তি ও দেনা পাওনার সার্বিক নিষ্পত্তিকে বোঝায়।
- অংশীদারি ব্যবসায় চুক্তি অনুসারে, বাধ্যতামূলক, বিশেষ ঘটনা সাপেক্ষে, বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, আদালত কর্তৃক বিলোপসাধন হতে পারে।
- অংশীদারি আইনের ৪০ ধারা অনুসারে সকল অংশীদারের সম্মতিক্রমে বা অংশীদারদের মধ্যকার সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে এ ব্যবসায় বিলোপসাধন ঘটতে পারে।
- অংশীদারি আইনের ৪১ ধারা অনুসারে সকল অংশীদার বা একজন ব্যতিত সকল অংশীদার দেউলিয়া ঘোষিত হলে; বা কোনো ঘটনা দ্বারা অংশীদারি ব্যবসায় পরিচালনা অবৈধ হয়ে পড়লে।
- অংশীদারি আইনের ৪২ ধারায় বিশেষ ঘটনা সাপেক্ষে অংশীদারি ব্যবসায় বিলোপ ঘটতে পারে।
- অংশীদারি আইনের ৪৩ ধারা অনুসারে ইচ্ছাধীন অংশীদারির ক্ষেত্রে কোনো অংশীদার অন্যান্য সকল অংশীদারকে লিখিত বিজ্ঞপ্তির দ্বারা ব্যবসায়ের বিলোপের ইচ্ছা প্রকাশ করলে এরূপ ব্যবসায়ের বিলোপসাধন ঘটবে।
- আদালতে ব্যবসায় বা অংশীদারের বিষয়ে কোনো মামলা করা হলে বা ব্যবসায় ভঙ্গের আবেদন করলে অংশীদারি আইনের ৪৪ ধারা অনুসারে তা বিলোপসাধন হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. সাধারণত অংশীদারি ব্যবসায় কতভাবে বিলোপসাধন ঘটতে পারে?
(ক) ৩ (খ) ৪
(গ) ৫ (ঘ) ৬

২. বিজ্ঞপ্তি দ্বারা বিলোপসাধন হয়ে থাকে সেটি কোন্ ধরনের অংশীদারি ব্যবসায়?
(ক) ঐচ্ছিক (খ) সীমিত দায়
(গ) নির্দিষ্ট মেয়াদি (ঘ) নির্দিষ্ট পক্ষ কেন্দ্রিক

পাঠ-৪.৭ অংশীদারদের যোগ্যতা, বাংলাদেশের অংশীদারি ব্যবসায়ের অবস্থান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- অংশীদারদের যোগ্যতা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে অংশীদারি ব্যবসায়ের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	অংশীদারদের যোগ্যতা

অংশীদারদের যোগ্যতা

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, কোনো ব্যক্তির প্রয়োজনীয় মূলধন থাকলেই তিনি কী অংশীদারি ব্যবসায় শুরু করতে পারেন। তাহলে অংশীদারি ব্যবসায় করতে নতুন কি আর যোগ্যতা লাগবে? শিক্ষার্থী বন্ধুগণ এক্ষেত্রে একটু চিন্তা করতে হবে যে, অংশীদারি ব্যবসায় শুরু করতে গেলে চুক্তি সম্পাদন করতে হয়। তাই কোনো ব্যক্তির যদি চুক্তিপত্র সম্পাদনের যোগ্যতা না থাকে, তাহলে তিনি কোনো অংশীদারি ব্যবসায়ের অংশীদার হতে পারবেন না।

অংশীদারি ব্যবসায় নিজেই প্রতিষ্ঠান, তাই অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান অংশীদার হতে পারে না। আবার নাবালক বা অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাও চুক্তি সম্পাদন করতে পারে না। সরকারি বিধি-নিষেধ অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের কর্মচারিগণ কোনো ব্যবসায়ে যোগদান করতে পারে না। দেশে অবস্থানরত কোনো বিদেশি নাগরিক সাধারণভাবে চুক্তি সম্পাদন করতে পারে না। আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত ব্যক্তিও অংশীদারি ব্যবসায়ের অংশীদার হতে পারে না।

সুতরাং বাংলাদেশে কার্যকর ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনে যে কোনো প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি যার বয়স ১৮ বছর বা তার উর্ধ্বে যদি তিনি মানসিকভাবে সুস্থ হন এবং আর্থিকভাবে দেউলিয়া না হন তাহলে অংশীদার বা সদস্য হতে পারেন।

বাংলাদেশের অংশীদারি ব্যবসায়ের অবস্থান

১৯৩২ সালের অংশীদারি আইন দ্বারা বাংলাদেশে অংশীদারি ব্যবসায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এ আইনের অধীনে যে কোনো সাবালক, সুস্থ মস্তিস্কসম্পন্ন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করতে পারে। অংশীদারি ব্যবসায় হলো মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের মাধ্যমে গঠিত এক ধরনের ব্যবসায়। যেখানে তারা সকলে অথবা তাদের মধ্য থেকে একজন সবার পক্ষে উক্ত ব্যবসায়টি পরিচালনা করে থাকে। আইন অনুযায়ী এরূপ ব্যবসায় গঠনের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা ০২ (দুই) জন এবং সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা সাধারণের ক্ষেত্রে ২০ (বিশ) জন এবং ব্যাংকিং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ১০ (দশ) জন প্রয়োজন। অংশীদারগণ পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে মৌখিক বা লিখিত চুক্তির মাধ্যমে এ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তবে মৌখিক চুক্তির আইনগত ভিত্তি না থাকাতে চুক্তি লিখিত হওয়াই শ্রেয়। আইনগত সুবিধা লাভের জন্য লিখিত চুক্তি নিবন্ধিত হওয়া প্রয়োজন।

একমালিকানা ব্যবসায় গঠন করা যতটা সহজ, অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করা ততটা সহজ নয়। তবে বৃহদায়তন ব্যবসায়ে অধিক মূলধনের অভাব পূরণের জন্য অংশীদারি ব্যবসায় গঠনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশে সাম্প্রতিককালে ব্যাংক ব্যবসায়, গার্মেন্টস খাত প্রভৃতি অংশীদারির ভিত্তিতে গড়ে উঠছে।

অংশীদারি ব্যবসায়ের সফলতা নির্ভর করে সদস্যগণের পারস্পারিক আস্থা-বিশ্বাস, সমঝোতা, সহযোগিতা ও দলীয় কর্মকাণ্ডের গতিশীলতার উপর। অন্যদিকে, সদস্যগণের মধ্যে পারস্পারিক মনোমালিন্য, অবিশ্বাস, দ্বন্দ্ব, অযোগ্যতা, দায়িত্বহীনতা ও ব্যবসায়ের প্রতি অমনোযোগ, সর্বোপরি স্বাধীনচেতা মনোভাবের অভাব সারা বিশ্বে অংশীদারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের পক্ষে বড় বাধা। ফলে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও অংশীদারি ব্যবসায় তেমন জনপ্রিয়তা

অর্জন করতে পারেনি। তাছাড়া নিজের নৈপূণ্য ও সৃজনশীলতা প্রদর্শনের যে সুযোগ এক মালিকানা ব্যবসায়ে আছে অংশীদারি ব্যবসায়ে তা অনুপস্থিত। বলা বাহুল্য ব্যবসায়িক যে জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ নিয়ে ব্যবসায় শুরু করতে হয় সে রকম সুযোগ ও সংস্কৃতি আমাদের সমাজে এখনও গড়ে উঠেনি। অন্যদিকে বৃহদায়তন ব্যবসায়ের জন্য অংশীদারি ব্যবসায়ে প্রাপ্ত মূলধন যথেষ্ট নয়, যা কোম্পানি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বেশ সহজ ও অনুকূল। আবার দায় ও লোকসান বহনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক অংশীদারকে সকলের দায় বহনের বিড়ম্বনা মোকাবেলা করতে হয়। এজন্য অনেকেই এ জাতীয় ব্যবসায়ে আসতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে। আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথক অস্তিত্ব না থাকায় তৃতীয় পক্ষ যেমন ব্যক্তি, ব্যাংক, বিমা বা ঋণদানকারি প্রতিষ্ঠানগুলো এ জাতীয় ব্যবসায়ের প্রতি আস্থা রাখতে পারে না। তা সত্ত্বেও আমাদের দেশে অংশীদারি ব্যবসায় গড়ে উঠার প্রবণতা মোটামুটি ভাল। এ সকল কারণে বাংলাদেশে অংশীদারি ব্যবসায়ের অবস্থান এক মালিকানা বা যৌথমূলধনী ব্যবসায় বা সমবায় সমিতির চেয়ে তুলনামূলকভাবে দূর্বল ও কম জনপ্রিয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ

অংশীদারি ব্যবসায়ে অংশীদার হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নিচের ছকে পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করুন।

যোগ্যতা	অযোগ্যতা
•	•
•	•
•	•

সারসংক্ষেপ

- বাংলাদেশে কার্যকর ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনে যে কোনো প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি যার বয়স ১৮ বছর বা তা উর্ধ্বে যদি তিনি মানসিকভাবে সুস্থ হন এবং আর্থিকভাবে দেউলিয়া না হন তাহলে অংশীদার বা সদস্য হতে পারেন।
- আমাদের দেশে অংশীদারি ব্যবসায় গড়ে উঠার প্রবণতা মোটামুটি ভাল। তবে বিভিন্ন কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বাংলাদেশে অংশীদারি ব্যবসায়ের অবস্থান এক মালিকানা বা যৌথমূলধনী ব্যবসায় বা সমবায় সমিতির চেয়ে তুলনামূলকভাবে দূর্বল ও কম জনপ্রিয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. বাংলাদেশে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার বয়স হলো-
(ক) আঠারো (খ) উনিশ
(গ) বিশ (ঘ) একুশ

২. দেউলিয়া হলো সেই ব্যক্তি যিনি-
(ক) সাজাপ্রাপ্ত (খ) ঋণ পরিশোধে অক্ষম
(গ) অংশীদার হওয়ার অযোগ্য (ঘ) অপ্রাপ্ত বয়স্ক

৩. অংশীদার হওয়ার যোগ্যতা হলো-
(i) প্রাপ্ত বয়স্ক; (ii) সুস্থ মস্তিস্ক; (iii) দেউলিয়া।
নিচের কোন্‌টি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪. চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতার জন্য প্রয়োজন-
(i) সুস্থ মস্তিস্ক; (ii) দেউলিয়া; (iii) প্রাপ্ত বয়স্ক।
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

১. সৌরভ স্বল্প পুঁজি নিয়ে ঢাকার ধামন্ডিতে একটি খাবারের দোকান দেয়। খাবারের মান উন্নত এবং চাহিদা থাকায় তার দোকানের সুনাম এলাকায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বছর শেষে সে বনানীতে আরেকটি খাবারের দোকান খোলার সিদ্ধান্ত নেয় এবং পুঁজি সরবরাহের জন্য তার বন্ধু মনিরকে চুক্তির মাধ্যমে ব্যবসায়ে নিয়ে আসে।
ক. কোন্ ধরনের প্রতিষ্ঠান নিবন্ধনপত্র পাওয়ার পর পরই ব্যবসায়িক কার্যক্রম আরম্ভ করতে পারে?
খ. স্থায়ী মূলধন বলতে কী বোঝায় ব্যাখ্যা করুন।
গ. সৌরভের প্রথম পর্যায়ের ব্যবসায়ের ধরনটি ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. মনিরের অংশগ্রহণের ফলে সৌরভের ব্যবসায়ের পূর্বাবস্থার সাথে বর্তমান অবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করুন।

২. বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের তিন বন্ধু লুৎফুর, বেলাল ও রবিন একত্রে একটি ব্যবসায় করবে বলে চুক্তিবদ্ধ হলো। তিনজন সমপরিমাণ মূলধন নিয়ে ব্যবসায় শুরু করে। লুৎফুর ও রবিন ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করলেও বেলাল অংশগ্রহণ করে না। বেলাল দেশের বাইরে পড়াশুনা করতে যাবে বলে তার দায়ও তার মূলধনের সমান বলে সবাই একমত হয়।
ক. অংশীদারি ব্যবসায় কী?
খ. সক্রিয় অংশীদার বলতে কী বুঝায় ব্যাখ্যা করুন।
গ. তিন বন্ধু প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় সংঘটনটি কোন ধরনের অংশীদারী ব্যবসায় সংঘটন ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. জনাব লুৎফর কর্তৃক ব্যবসায়ে সংঘটিত সকল কর্মকাণ্ডের দায় কী জনাব বেলালকে বহন করতে হবে?

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১ ঃ ১. খ ২. ক ৩. খ ৪. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২ ঃ ১. খ ২. খ ৩. ক ৪. খ ৫. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩ ঃ ১. খ ২. ক ৩. গ ৪. ঘ ৫. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৪ ঃ ১. ক ২. খ ৩. গ ৪. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৫ ঃ ১. ঘ ২. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৬ ঃ ১. গ ২. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৭ ঃ ১. ক ২. খ ৩. ঘ